আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস ২০২৩

International Day of the Midwife 2023

Together again : from evidence to reality

(তথ্য থেকে বাস্তবে : সকল মিডওয়াইফ একসাথে)

■ বিশেষ ক্রোড়পত্র ■ প্রকাশনা : নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ■ সহযোগিতায় : পিআইডি এবং ডিএফপি, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ■ শুক্রবার ০৫ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, ২২ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ৫ মে ২০২৩ "আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস" পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে সকল মিডওয়াইফদের জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য "Together again : from evidence to reality" অর্থাৎ "তথ্য থেকে বাস্তবে : সকল মিডওয়াইফ একসাথে" অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে।

বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধুর দর্শন ধারণ করে মিডওয়াইফারি সেবা ও শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। ফলে বিগত বছরগুলোতে মা এবং শিশু স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। এ সাফল্যের অন্যতম অংশীদার আমাদের মিডওয়াইফগণ। নিরাপদ মাতৃত্ব ও প্রজনন স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সারাদেশের ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে মিডওয়াইফগণ সেবা প্রদান করে যাচ্ছেন। সরকারের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রায় ৩০০০ মিডওয়াইফ পদ সৃজন ও পদায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও ৫০০০ নতুন পদ সৃজন প্রক্রিয়াধীন।

বর্তমানে ৬২টি সরকারি এবং ১০৫টি বেসরকারি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চলমান। এ শিক্ষার মানোন্নয়নে বিএসসি ইন পোস্ট বেসিক মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে এবং মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সম্প্রসারিত মিডওয়াইফারি শিক্ষা এবং সেবা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকল মায়েদের জন্য নিরাপদ প্রসব সেবা নিশ্চিত করা এবং মা ও শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি হ্রাস করা সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস।
আমি আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস-২০২৩ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জাহিদ মালেক, এমপি

মা ও নবজাতকের সেবায় মিডওয়াইফ এক ভরসার প্রতীক

আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে এ বছর ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব মিডওয়াইভস এর নির্ধারিত প্রতিপাদ্য হলো– 'Together again : from evidence to reality' যার বাংলা অর্থ নির্ধারণ করা হয়েছে "তথ্য থেকে বাস্তবে : সকল মিডওয়াইফ একসাথে"। মিডওয়াইফদের কাজের স্বীকৃতি ও তাদের সম্মান জানাতে বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর প্রতি বছরের মতো এ বছরও বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস উদযাপন করছে।
মিডওয়াইফারি সেবা পৃথিবীর ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। মিডওয়াইফগণ একজন নারীকে তার গর্ভকালীন সময় থেকে নবজাতক জন্ম হওয়ার পুরোটা সময় এবং গর্ভ-পরবর্তী সময়ে সেবা প্রদান করে থাকেন। উন্নত বিশ্বে প্রাতিষ্ঠানিক মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সেবা শতাধিক বছর পূর্বে শুরু হলেও বাংলাদেশে স্বতন্ত্র এই পেশার যাত্রা শুরু হয় ২০১৩ সাল থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। ২০১০ সালে জাতিসংঘের 'Every Woman Every Child' নীতি অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৫ সালের মধ্যে প্রসবসেবা নিশ্চিত করতে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেন। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ২০১৩ সালে বাংলাদেশে ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু, ৩০০০ মিডওয়াইফের পদ সৃষ্টি এবং ২০১৮ ও ২০২১ সালে সরকারি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ইউনিয়ন সাব-সেন্টারে মোট ২৫৫৬ জন রেজিস্টার্ড মিডওয়াইফ নিয়োগ প্রদান করা হয়। এ সকল মিডওয়াইফগণ প্রত্যন্ত অঞ্চলে গর্ভবতী মা ও নবজাতকের মানসম্মত পরিচর্যায় সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত আছেন।
গর্ভবতী মা ও নবজাতকের মৃত্যুহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বিগত এক দশকে বর্তমান সরকার যেসকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে তন্মধ্যে দক্ষ রেজিস্টার্ড মিডওয়াইফ গড়ে তোলা ও মিডওয়াইফের মাধ্যমে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম অন্যতম। আমাদের দেশে মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। মিডওয়াইফের শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৪৪৬ জন মিডওয়াইফ নিয়োগের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং ৫০০০ হাজার নতুন মিডওয়াইফের পদ সৃজন কার্যক্রম চলমান আছে। সারা দেশের স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে রেজিস্টার্ড মিডওয়াইফগণ বিগত ২০২১ ও ২০২২ সালে মিডওয়াইফগণ প্রায় ২,৬০,৯১৫টি স্বাভাবিক প্রসব সম্পন্ন, ১৭,৭৫,৮১৮ জন গর্ভবতী মাকে গর্ভকালীন সেবা এবং ১,৫২,০৯২ জন সেবা গ্রহীতাকে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করেছেন (তথ্য সূত্র: ডিএইচআইএস-২, ২০২৩), যা দেশের মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন কার্যক্রমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।
সারা বিশ্বে মিডওয়াইফগণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পেশাজীবী হিসেবে বিবেচিত হন। প্রসূতিসেবায় প্রতিটি মাকে যথাযথ সম্মানের সাথে এবং প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা রক্ষা করে মানসম্মত সেবা দেয়া একজন মিডওয়াইফ এর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এতে নারী হিসেবে প্রসূতি মায়ের আত্মসম্মান ও অধিকার উভয়ই সুরক্ষিত থাকে। এছাড়াও, একজন মিডওয়াইফ সেবা প্রদানের সময় মাকে তার চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য যথাযথভাবে প্রদান করে, যা মায়ের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে অক্ষুণ্ন রাখে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা খাতের উন্নয়নেও মিডওয়াইফগণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবসে আমি বাংলাদেশের সকল মিডওয়াইফকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই, কারণ তারা মা ও নবজাতকের সেবায় নিবেদিতভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন এবং নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে চলেছেন। প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফ কেবল মা ও নবজাতকের সেবাই নিশ্চিত করেন না, একই সঙ্গে তিনি বয়ঃসন্ধিকালের কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকেন, বিবাহিত দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং নারীর প্রতি সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ ইত্যাদি ভূমিকা পালন করেন।
মিডওয়াইফদের দায়িত্ব শুধু স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কমিউনিটি পর্যায়েও গর্ভবতী ও প্রসূতি মা মিডওয়াইফদের সেবা পেয়ে থাকেন। মা ও নবজাতকের পুষ্টি, রোগ প্রতিরোধ ও নবজাতকের টিকা এবং কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফগণ আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এছাড়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফ রোহিঙ্গা ক্যাম্প, চা বাগান ও দুর্যোগপূর্ণ এলাকাতেও দায়িত্ব পালন করছেন। বৈশ্বিক করোনা মহামারিতে আমাদের মিডওয়াইফগণ নির্ভীক সৈনিকের মতো মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রেখে দায়িত্ব পালন করেছেন যা সত্যিই প্রশংসনীয়।
মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার মিডওয়াইফদের জন্য কর্মপরিধি, স্ট্যান্ডার্ড অপারেশনাল প্ল্যান, মিডওয়াইফারি পলিসি, মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এক্রিডিটেশন গাইডলাইন, স্ট্যান্ডার্ড পরীক্ষা পদ্ধতির গাইডলাইন, একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করেছে। এছাড়া, মিডওয়াইফারি শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ইন্টার্নশিপ চালু করা হয়েছে এবং মিডওয়াইফারি কারিকুলামের যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মিডওয়াইফারি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। মানসম্মত মিডওয়াইফারি শিক্ষা কার্যক্রম নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ইউএনএফপিএ এর আর্থিক সহযোগিতায় সকল প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, মিডওয়াইফদের উচ্চশিক্ষার জন্য ইউএনএফপিএ এর কারিগরি সহযোগীতায় বিএসসি ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে। ধারাবাহিক এসব উন্নয়নের পরেও এ সেক্টরে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে, যেমনঃ মিডওয়াইফারি শিক্ষার্থী সংখ্যা অনুপাতে শিক্ষকের পদ না থাকা, পৃথক অবকাঠামো না থাকা ও শিক্ষার্থীদের আবাসন ব্যবস্থার অপ্রতুলতা। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর মিডওয়াইফদের কর্মক্ষেত্রে সেবা প্রদানের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, গবেষণা কার্যক্রমে মিডওয়াইফদের উৎসাহিত করাসহ মিডওয়াইফদের পেশাগত উন্নতি ও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ অবিশ্বাস্য ও দুর্দান্ত সফলতা অর্জন করেছে। বিভিন্ন সামাজিক সূচকের লক্ষ্য অর্জনে বর্তমান সরকারের সাফল্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বুদ্ধিদীপ্ত নেতৃত্বে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অর্জন করেছে বাংলাদেশ। নির্ধারিত সময়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে সরকার নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে বিশ্বমানের মিডওয়াইফ গড়ে তোলার কার্যক্রম গ্রহণ সর্বস্তরে প্রশংসিত হয়েছে। দক্ষ মিডওয়াইফদের সেবায় দেশে মাতৃমৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের এই অর্জনের কারণে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের নাম সাফল্যের উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবসে, আমি সকল মিডওয়াইফের প্রতি আহ্বান জানাই, তারা যেন তাদের সকল কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যথাযথ অবদান রাখেন।

মাকসুরা নূর এনডিসি
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ৫ মে, ২০২৩ "আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস"। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দিবসটি পালনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমাদের সকল মিডওয়াইফকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব মিডওয়াইভস কর্তৃক নির্ধারিত এবারের প্রতিপাদ্য– "Together again : from evidence to reality" যার ভাবার্থ "তথ্য থেকে বাস্তবে : সকল মিডওয়াইফ একসাথে" যথার্থ হয়েছে।
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রান্তিক জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মা ও শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষায় উপজেলা ও ইউনিয়ন সাব-সেন্টার পর্যায়ে নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মিডওয়াইফদের পদ সৃজন ও নিয়োগ প্রদান করেছেন।
মা ও নবজাতক উভয়ের জীবন বাঁচাতে মিডওয়াইফরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের মিডওয়াইফরা হাজার হাজার মাকে স্বাভাবিক প্রসবের মাধ্যমে সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম করেছেন। সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মিডওয়াইফারি সেবাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।
আমি আশা করি, মিডওয়াইফগণ বাস্তবভিত্তিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মা ও শিশু মৃত্যু হার কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।
দিবসটি উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস-২০২৩ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা

ড. মু: আনোয়ার হোসেন হাওলাদার

সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও ৫ মে, ২০২৩ 'আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে সকল মিডওয়াইফদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। International Confederation of Midwives (ICM) নির্ধারিত এ দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয়— Together again : from evidence to reality' অর্থাৎ "তথ্য থেকে বাস্তবে : সকল মিডওয়াইফ একসাথে" অত্যন্ত বাস্তবভিত্তিক।

বর্তমান সরকার দেশের মা ও শিশু মৃত্যুর হার কমানো এবং তাদের উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে মিডওয়াইফারি শিক্ষা এবং সেবা চালু করেন। অধিকন্তু মিডওয়াইফারি শিক্ষা এবং সেবা কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে সরকার এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইউনিয়ন সাব-সেন্টার ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে ৩০০০ মিডওয়াইফারি পদ সৃজন ও পদায়ন। আরও ৫০০০ মিডওয়াইফ এর পদ সৃজনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। নতুন পদ সৃজন ও পদায়ন হলে দেশের প্রান্তিক এলাকায় বসবাসরত মা ও শিশুরা নিরাপদ সেবা পাবে।

মিডওয়াইফারি শিক্ষা যুগোপযোগী ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি এবং বিএসসি ইন পোস্ট বেসিক মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে। দেশে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য হারে মিডওয়াইফ তৈরি হচ্ছে। মিডওয়াইফগণ এভিডেন্স-বেইজড মিডওয়াইফারি কেয়ার প্রদানের মাধ্যমে দেশের মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে। উপরন্তু, মিডওয়াইফগণ দেশের বাইরেও তাদের সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। দিবসটি পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমি আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস-২০২৩-এর সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা

মোঃ আজিজুর রহমান

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাণী

আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস ৫ মে, ২০২৩ উপলক্ষ্যে দেশের সকল মিডওয়াইফদের জানাই শুভেচ্ছা। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য "Together again : from evidence to reality" অর্থাৎ "তথ্য থেকে বাস্তবে : সকল মিডওয়াইফ একসাথে" সময়োপযোগী।
নার্সিং সেবা আধুনিকায়নের অগ্রদূত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ দেশে মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সেবা কার্যক্রম চালু করেন, যার লক্ষ্য মা ও শিশু মৃত্যুর হার কমানো। এ লক্ষ্যে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে মা ও শিশু সেবা প্রদানের নিমিত্ত প্রায় ৩০০০ মিডওয়াইফ এর পদ সৃজন ও পদায়ন করা হয়। ফলে পূর্বের তুলনায় মা ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে। এ মৃত্যুহার নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে আরো অধিক সংখ্যক মিডওয়াইফ এর পদ সৃজন প্রক্রিয়াধীন। নতুন পদ সৃজন ও পদায়ন হলে টেকসই উন্নয়নের শর্ত মোতাবেক মা ও শিশু মৃত্যুর হার কাঙ্ক্ষিত হারে নেমে আসবে বলে আমার বিশ্বাস।

মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সেবা উন্নয়নে সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এই পেশাকে আরও সমৃদ্ধশালী করবে। গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে মিডওয়াইফারি উচ্চ শিক্ষা, গবেষণাভিত্তিক মিডওয়াইফারি সেবা, সঠিক কর্মপরিবেশ এবং গতিশীল নেতৃত্ব ও সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা।

দিবসটি পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আমি আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস-২০২৩ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা

অধ্যাপক ডাঃ আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম

রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল

বাণী

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আজ ৫ মে ২০২৩ দেশব্যাপী "আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস" পালিত হচ্ছে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে সকল মিডওয়াইফকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। এ বছর দিবসটির নির্ধারিত প্রতিপাদ্য "Together again : from evidence to reality" (তথ্য থেকে বাস্তবে : সকল মিডওয়াইফ একসাথে) বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী।

বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণের দোরগোড়ায় মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশে মিডওয়াইফারি শিক্ষা এবং সেবা কার্যক্রম চালু করেন। বর্তমানে ১৭০টি সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫৭০৫ আসনে শিক্ষার্থীদের ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স এবং ০৯টি সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ২৪০টি আসনে বিএসসি ইন পোস্ট বেসিক মিডওয়াইফারি কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ রয়েছে।

নিরাপদ সেবা প্রদানের মাধ্যমে মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ তাদের মৃত্যু হার কমানো। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার দেশের ইউনিয়ন সাব-সেন্টার ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সমূহে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মিডওয়াইফ পদায়ন করেন এবং দেশের চাহিদা মোতাবেক আরও মিডওয়াইফ এর পদ সৃজন প্রক্রিয়াধীন। মিডওয়াইফারি শিক্ষাকে আরও শক্তিশালী করণের নিমিত্ত সরকার তথা বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যা বাস্তবায়িত হলে মিডওয়াইফগণ দেশের মা ও শিশুর চাহিদা মোতাবেক দক্ষতার সাথে সেবা প্রদানে সক্ষম হবে। বাংলাদেশের মিডওয়াইফগণ বহির্বিশ্বে তাদের সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখবে।

পরিশেষে আমি আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবসের সাফল্য এবং মিডওয়াইফ পেশার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা

রাশিদা আক্তার

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাণী

আমি আনন্দিত যে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও ৫ মে, ২০২৩ আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস পালিত হচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব মিডওয়াইভস (ICM) এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় নির্বাচন করেছে "Together again : from evidence to reality" যার বাংলা অনুবাদ "তথ্য থেকে বাস্তবে : সকল মিডওয়াইফ একসাথে" যা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও বাস্তবসম্মত। এই দিনে দেশের সকল মিডওয়াইফকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদেশে মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সেবা কার্যক্রম চালু করেন, যার একমাত্র লক্ষ্য মিডওয়াইফারি সেবার মাধ্যমে নিরাপদ প্রসবসেবা নিশ্চিতপূর্বক মা ও শিশু মৃত্যু হার কমানো। আর সেই লক্ষ্যে বর্তমান সরকার দেশের ইউনিয়ন সাব-সেন্টার ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মিডওয়াইফ এর পদ সৃজন ও পদায়ন করেন।

মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সেবার গুণগত মানোন্নয়নে সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ আরও যুগোপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। গৃহীত কার্যক্রমসমূহ যেমন মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও গবেষণার আধুনিকায়ন, উচ্চ শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা, পেশাগত সংগঠন তৈরি করা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

দিবসটি উদযাপনের জন্য আমি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরকে ধন্যবাদ জানাই। আমি দিবসটির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সাহান আরা বানু, এনডিসি

MESSAGE

On the International Day of the Midwife, 5 May, I warmly congratulate all the midwives in Bangladesh and worldwide, as I appreciate their important roles in providing a wide range of essential services for sexual, reproductive, maternal, newborn, and adolescent health. Across the world, they reduce the risks associated with childbirth and give vital support to childbearing women and newborns. Over the past two years, many midwives have been exposed to the infection of COVID-19 due to their professional obligation, despite this, they have played and are still playing a key role in the pandemic, working tirelessly to ensure health for all.
"The State of the World's Midwifery 2021" report, jointly produced by UNFPA, International Confederation of the Midwives (ICM), and WHO and endorsed by the Member States, highlights that despite the important role they play, there is a global shortage of 900 thousand midwives, with high scarcity in the low-income countries. The situation in Bangladesh is not an exception with gradual improvement.
The recently published "Bangladesh Demographic and Health Survey 2022" report indicates that the under-5 mortality rate is reduced from 43 per 1000 live birth in 2017 to 31 per 1000 live birth in 2022, which is remarkable progress made by Bangladesh during last five years. The report further indicates, that a minimum of 88% of women have received at least once Antenatal care (ANC) service from a trained health professional, the Percentage was 82% in 2017.
This year's theme of the International Day of the Midwife, by the ICM, is "Together again: from evidence to reality" and if calls for contribution to maternal and child health worldwide. In Bangladesh, midwifery is quite a young profession as its programs started around 10 years ago. It reminds us to review the progress, prospects, and challenges of the growth and development of the profession in Bangladesh and adopt appropriate strategies in the country's context. As the midwives are exclusively women focused profession in Bangladesh, investing in them also means empowering them and giving them an opportunity to fill leadership positions in the years to come.
WHO is fully committed to supporting midwives and improving the Nursing and Midwifery sectors in Bangladesh. We wish midwives the greatest success on this International Day of the Midwife 2023 and beyond.

Dr Bardan Jung Rana
WHO Representative to Bangladesh

MESSAGE

On this International Day of the Midwife, we take a moment to honour and celebrate the efforts of midwives all over the world who work tirelessly to improve the lives of women, men, girls, and boys. The theme of this year's International Day of the Midwife, "Together Again: from Evidence to Reality," highlights the crucial role midwives play in making the world a safer and healthier place for women, children, and adolescents.
Every year, thousands of women die from complications of pregnancy and childbirth, but many of these deaths can be prevented with basic prenatal, intrapartum, and postnatal care, as well as facility-based deliveries. Midwives are integral to providing these services, working tirelessly to support mothers and families throughout the entire process.
In just ten years, midwives have transformed from a relatively unknown profession in Bangladesh into an integral part of the national health system whose services have become critical in protecting the lives of pregnant mothers and newborns across the country. With UNFPA's support, the midwifery profession has been able to expand its reach to all corners of the country, including hard-to-reach areas affected by climate change, disaster and humanitarian crises.
In a world where the population has reached 8 billion, it is essential that women and girls are empowered to make decisions about their sexual and reproductive health and rights (SRHR). Midwives can play a vital role in providing information and services related to SRHR to ensure that everyone, regardless of their gender identity, disability, race, income, or any other factors, can exercise their rights and make informed choices about their reproductive health.
On this day, we reaffirm our commitment to work closely with the government to continue improving the regulation, education, practice, and advocacy of the midwifery profession in Bangladesh. We do this in solidarity with midwives around the world, recognizing their vital role in safeguarding the lives of women, newborns, and adolescents. We salute the midwives in Bangladesh for their dedicated service and thank them for their unwavering commitment to maternal and newborn health.

Ms. Kristine Blokhus
Country Representative, UNFPA Bangladesh

MESSAGE

Today we celebrate the International Day of the Midwife. Midwives are without a doubt the unsung heroes of healthcare for women. They are role models in their communities. The professional, efficient, and engaged midwives of Bangladesh provide a unique set of lifesaving services for mothers and babies, even in the most remote, hard-to-reach and climate affected areas of the country. In doing so, they make sure that no one is left behind.
In Sweden, midwifery is a historically important profession that goes back over 300 years. They have played a critical role in improving maternal health care. And midwives are needed today more than ever. During pregnancy, labour and birth, in providing access to family planning and other comprehensive SRHR-services - midwives are crucial providers of expert care. Women that have access to midwives experience less preterm births, fewer interventions and complications during labour and shorter hospital stays. In Bangladesh, that has one of the highest rates of c-sections in the world, midwives can also play a central role in supporting natural births. Providing quality education and training is indispensable for maintaining this important profession.
Sweden is, therefore, proud to support the efforts of the Government of Bangladesh and UNFPA to improve the midwifery education and strengthen the access to midwifery led care. Together, we are working for safe and wanted pregnancies and births, preventing sexual infections, diseases, cancer and gender-based violence with a focus on women and girls in fragile situations. In parallel, we work on the global arena, advocating for improved maternal and newborn health, and sexual and reproductive health rights.
On this very special day, I express my gratitude to, and admiration for, the midwives of Bangladesh and around the world. I reiterate Sweden's continued support and engagement in contributing to the improvement of maternal health through your important work.
You are our pink heroes!

Alexandra Berg von Linde
Ambassador of Sweden to Bangladesh

MESSAGE

Initiated by the International Confederation of Midwives (ICM) in 1992, the International Day of the Midwife is celebrated every year on 5 May. On this day, we celebrate our midwives and reflect on the importance of midwifery. The profession has a critical role in providing quality care for women and their families. The benefits of the relationship that most women have with their midwives are remarkable. It is a relationship of mutual trust and respect that empowers women and keeps them and their babies safe.
The critical role midwives have is not yet fully recognised in Bangladesh. A midwife's role extends beyond supporting women to give birth. Midwives provide advice on sexual health, infant feeding, bereavement support, education, research, advocacy and leadership. Midwives support healthy babies and healthy societies. Bangladeshi midwives are testament to this. Over the last 10 years, they have collectively come a long way to provide safe, expert and compassionate care for mothers, their babies and adolescents. Their efforts have helped Bangladesh take major steps in advancing health service delivery.
The UK is proud of its work on maternal health, and we look forward to continuing our partnership with UNFPA and the Government of Bangladesh. We are delighted to celebrate and applaud the extraordinary job midwives do. Every midwife in Bangladesh and around the world should feel proud that they help women and their families through one of the greatest and most important moments in their lives. I wish you all a very happy International Day of the Midwife.

Matt Cannell
Acting British High Commissioner to Bangladesh

International Confederation of Midwives | UNFPA | Sweden Sverige | Foreign, Commonwealth & Development Office | Canada